যুগান্তর

তারিখ : 18 SEP 2012
পৃষ্ঠা : ... কলাম : ...

বিমল সরকার

পাঁচ লাখ ডিগ্রি পরীক্ষার্থীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা!

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রি পাসকোর্সকে ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর মেয়াদি করার মাত্র ৮ বছরের মাথায় ২ বছরের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। ৩ বছরের শিক্ষাকোর্স ৫ বছরেও সম্পন্ন করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে কোন সরকারের আমলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কোন ভাবনা পরিলক্ষিত না হলেও হাজার হাজার, লাখ লাখ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও বিড়ম্বনার শেষ নেই। বছরের পর বছর অপচয় হচ্ছে অপরিমেয় সময়, অর্থ ও মেধার। ঢিলেমি, দায়িত্বহীনতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অপরিণামদর্শিতা ইত্যাদি শব্দ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিনা তা মনে পড়ছে না। ২০১১ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা নিয়ম অনুযায়ী ২০১১ সালের জুনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ২০১১ সাল গেল। ২০১২ সালও শেষ হতে চলেছে। অথচ আজ পর্যন্ত পরীক্ষার কোন তারিখই ঘোষণা করতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিস্টার সিস্টেম অনুযায়ী প্রথম বর্ষে ৪০০, দ্বিতীয় বর্ষে ৪০০ এবং তৃতীয় বা শেষ বর্ষে ৬০০ নম্বরের ওই পরীক্ষাটি হওয়ার কথা। সব মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী প্রায় ৫ লাখ। এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিয়ে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার নজির আর কোন দেশে আছে কিনা জানা নেই।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের প্রায় সবক'টি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ডিগ্রি পরীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অধিকর্তা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের কলেজগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ডিগ্রি পরীক্ষা পরিচালনা করত একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী এবং ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ক্রমে এ তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর যার যার আশপাশের কলেজগুলো পরিচালনার দায়িত্বভার বর্তায়। ডিগ্রি পরীক্ষাও পরিচালনা করত এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগে দেশে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ বছর মেয়াদি পাসকোর্স সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীদের কখনও ৩ বছর সময় লেগেছে বলে শোনা যায়নি। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গোটা পাকিস্তান আমলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সাধারণত অনুষ্ঠিত হতো যথাক্রমে মার্চ ও এপ্রিলে। মাত্র ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করে দেড় থেকে ২ মাসের মধ্যে একেকটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণী বা কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হতো তখন। সে হিসাবে এইচএসসি পাস করার পর একই বছরের জুলাই কিংবা আগস্টের মধ্যে শিক্ষার্থীটির ডিগ্রি পাসকোর্সে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যেত। এমনও দেখা গেছে, ভর্তির পর ২ বছরের মধ্যে কেবল পরীক্ষার ফলাফল নয়, ডিগ্রি পাসের সনদপত্রও হাতে পেয়ে গেছেন শিক্ষার্থীরা। জানা যায়, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৫৬ সালের ডিগ্রি পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের মার্চ-এপ্রিলে। ৫ জুন এবং ২৬ জুলাই যথাক্রমে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৮ সালের পরীক্ষা মে মাসে আর ১৯৬৯ সালের পরীক্ষা জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহান ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন— কোনকিছুই পাবলিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, সময়সূচি ও ফলাফল প্রকাশের ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এক কথায়, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত 'সেশনজট' শব্দটির সঙ্গে দেশবাসীর বলতে গেলে কোন পরিচয়ই ছিল না।

স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অন্য সবকিছুর মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিশৃংখলা দেখা দেয়। ৩ মাস, ৬ মাস এমনকি ৭-৮ মাস করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সেশনজটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৭৯ সালের ডিগ্রি পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা শুরু হয় একই বছরের ১২ জুলাই। সামরিক শাসনামলে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আকস্মিক সরকারি নির্দেশে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘন ঘন বন্ধ করে দেয়া হতো। তা সত্ত্বেও ডিগ্রি পাসকোর্সে কখনও পুরো এক বছরের সেশনজটের সৃষ্টি হয়নি। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হয় ২২ অক্টোবর।

১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোর দায়ভার থেকে মুক্ত হয়। সব কলেজ অধিগ্রহণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। যাবতীয় বিপত্তির শুরু তখন থেকেই। ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পাসকোর্সে সেশনজটকে ৬-৮ মাস কিংবা ১০ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলেও ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২ বছরের কোর্স ৩ বছর করার পর এ সেশনজটের পরিধি কেবল বাড়তেই থাকে। বলে রাখা দরকার, এখন ডিগ্রি পাসকোর্সে ভর্তি হতে এবং ক্লাস শুরু করতেই ৬-৭ মাস চলে যায়। আগের বছরের পরীক্ষা পরের বছরেও শুরু করতে পারে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৭ সালে যেসব শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করে ডিগ্রি পাসকোর্সে ভর্তি হয়েছিল, ২ বছর মেয়াদকালে ২০০৯ সাল আর বর্তমান ৩ বছর মেয়াদ হওয়ায় ২০১০ সালে তাদের ডিগ্রি পাস করার কথা। কিন্তু ২০১২ সাল শেষ হতে চলেছে। আজও তাদের ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখই ঘোষণা করতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবে দিনে দিনে প্রকট আকার ধারণ করেছে পাসকোর্সে সেশনজট, যা স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে কোন সময়ের জন্যই মানুষের কাছে ছিল একেবারেই অভাবনীয়।

দেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলেও ডিগ্রি পরীক্ষা আর কখনও এত দেরিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার নজির নেই। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুর্ভাবনার আরও কারণ— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রেই নয়, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও বছর বছর মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব ঘটিয়ে থাকে। এমনও নজির আছে, ডিগ্রি পরীক্ষা গ্রহণ করতে সময় লাগানো হয়েছে ৬ মাস। এছাড়া ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮ মাস পর। কেবল তাই নয়, একের পর এক মোট ৪ বার তারিখ পিছিয়ে ডিগ্রি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়— এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। সচেতন অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন, দেশের সব শিক্ষাবোর্ড এক বছর আগে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে দিতে পারলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তা পারে না কেন? লক্ষণীয়, কয়েক বছর ধরে শিক্ষাবোর্ডগুলো পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে এসব পরীক্ষার ফলাফলও সফলভাবে জানিয়ে আসছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার আনুমানিক ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রী গত জুন মাসেই জেনেছে ২০১২ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা ১ নভেম্বর এবং প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা ২১ নভেম্বর শুরু হবে। অথচ ডিগ্রি পরীক্ষার ব্যাপারে প্রায় ৫ লাখ পরীক্ষার্থী রয়েছে একেবারে অন্ধকারে। মার্চ-এপ্রিল মাসে কলেজে কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে এসব শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য অপেক্ষমাণ। গত ১০-১২ বছরে একমাস/দু'মাস করে পরীক্ষা পেছাতে পেছাতে আজকের এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের ৪১ বছর আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পর লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ে এহেন খামখেয়ালিপনা অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। এসবের দায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে এড়াবে?

বিমল সরকার : *সহকারী অধ্যাপক, বাজিতপুর কলেজ, কিশোরগঞ্জ*
bimalsarker59@gmail.com